HELPING HANDS PUBLISHED

2021

প্রচেষ্টা

FIRST EDITION

সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার বাৎসরিক পত্রিকা

A FEW PEOPLE OF INTEGRITY CAN GO A LONG WAY

MONGALKOTE HELPING HANDS ASSOCIATION

(Registered under West Bengal Society Act XXVI of 1961)

সভাপতি : মাহাবুব রহমান

সম্পাদক : শেখ ইব্রাহিম

নির্বাহী সম্পাদক : সৌরভ প্রধান

পরামর্শ পরিষদ : মিজানুর রহমান, শফিউল হক, রবিউল হক, শেখ শফিকুল ইসলাম,ইমরাজ আলী মন্ডল ,আজিজা বৈদ্য

সম্পাদনা সহযোগী : শফিউল হক, সৌরভ প্রধান

ইন্টারনেট সংস্করণ : শেখ ইব্রাহিম, সায়ান্তন দাস, ত্রিদিপ

বর্ণ স্থাপন এবং গ্রাফিক্স : শেখ ইব্রাহিম, সায়ান্তন দাস

জনসংযোগ : ত্রিদিপ, সায়ান্তন দাস, শেখ ইমদাদুল হক, মাকসুদ রহমান, রাজিবুল, রিজু, শম্রাট প্রাধান,নাসিম, সহেল, সুজাউদ্দিন,

- **Registered Office:** Vill- Sinut, PO- Thengapara, PS- Mongalkote, Dist- Purba Barddhaman, PIN- 713143
- **Email**: helpinghands.aso@gmail.com

Copyright © 2020-2021
by Mongalkote Helping Hands Association
Printed in India

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সম্পাদক,সিনুট, পূর্ব বর্ধমান, 713143

Email: secretary@helpinghandsaso.in

প্রেসিডেন্ট এর বার্তা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, এই সমাজ কে বাঁচিয়ে রাখা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। আমাদের চারপাশে অনেক পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, , অসহায় মানুষ রয়েছেন এবং তাদেরও পাশে থাকার এবং তাদের সাহায্য করার জন্যেই আমরা 'Mangalkote Helping Hands Association' অঙ্গীকার বাধ। এটা একটি সমজসেবি সংস্থা যা সরকার অনুমোদিত। আমাদের এই সমাজসেবার মূল্যে রয়েছে নিঃস্বার্থ লকপ্রীতি। মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে থাকা এবং বিপদে তাদের সাহায্য করাই হল এই সংস্থাটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই সংস্থাটির বেশিরভাগ সদস্যই পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত এবং তারা পড়াশোনার পাশাপাশি সেবামূলক কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছে। এছাড়াও কিছু সম্মানীয় ব্যাক্তি বিশেষ রয়েছেন যারা আমাদের সঠিক পথ দেখাচ্ছেন। সমাজের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ হিসেবে সকলের পাশে থাকার আমাদের দায়িত্ব। যদিও ছাত্রজীবন সমাজসেবার সময় ও সুযোগ সেভাবে থাকে না তবুও পড়াশোনার মাঝে অন্যের পাশে থাকার সুযোগ ও আমরা হাতছাড়া করি না। অন্যের পাশে দাড়ানোর

জন্য যে সবসময় টাকাটাই জরুরী এমন নয় কখনো কখনো একটু সহানুভূতি ও সময় দিতে পারাটা অনেক বড় ব্যাপার।

এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি অল্পকিছুদিনের মধ্যে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। অনেক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ আমরা পেয়েছি। Blood Donation Camp, বস্ত্রবিতরণ, lockdown এর সময় কিছু দরিদ্র মানুষদের অন্নের ব্যবস্থা এসব ছোটো ছোটো কাজ করেই আমরা আমাদের লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আমরা যাতে আরও সাফল্য পাই তার জন্যে আপনাদের সকলের কাছেই আমরা সাহায্যপ্রার্থী। কোন কিছুই আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয় সকলে মিলে একাত্ব হয়ে কোনো কাজ করলে তাতেই বরং আমাদের লাভ। নিঃস্বার্থ ভাবে কোনো মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারাটা যে আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন -

" তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে জীবনে কারোর জন্যে কিছু করে থাকো, অথবা কারোর কল্যাণ চিন্তা করে থাকো সেটুকুই তোমার জীবনের খাঁটি বস্তু; বাকি সবই অলীক স্বপ্ন।"

তিনি আরও বলেছিলেন ' জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" তিনি জনসেবা এবং ইশ্বর্সেবাকে একই পঙ্গতিতে প্রতিষ্টিত করেছিলেন। তাই আমরা যদি বিপদের সময় কাউকে আমাদের ' সাহায্যের হাথ' বাড়িয়ে দিতে পারি সেটাই আমাদের জীবনের সবথেকে বড় স্বার্থকতা।

Mahabub Rahaman
President
MONGALKOTE HELPING HANDS ASSOCIATION

Table of Contents

শুভেচ্ছা বার্তা

আঁখি

মধ্যবিত্ত

বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্য

চোরাবালি

অন্যরকম স্বাধীনতা

অভিশপ্ত

পুরাতন ডায়েরি

প্রেরনা

আলোকচিত্র

শুভেচ্ছা বার্তা

Great effort. Miles to go before we sleep.

Dr Hammadur Rahaman

MD (Med, BHU), Gold Medalist, DM,
(AIIMS, New Delhi)

আপনাদের মানবিকতা আর প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই। দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাদেরকে সাহায্য করাই হয়তো মনুষত্য। এইভাবে পৌঁছে যাক প্রচেষ্টার হাত আরো অনেক মানুষের কাছে। শুভেচ্ছা রইল।

Mr Tomal Sarkar

NDRI, Karnal

শুভেচ্ছা বার্তা

by Md Sabir Ali, House surgeon at BMC&H

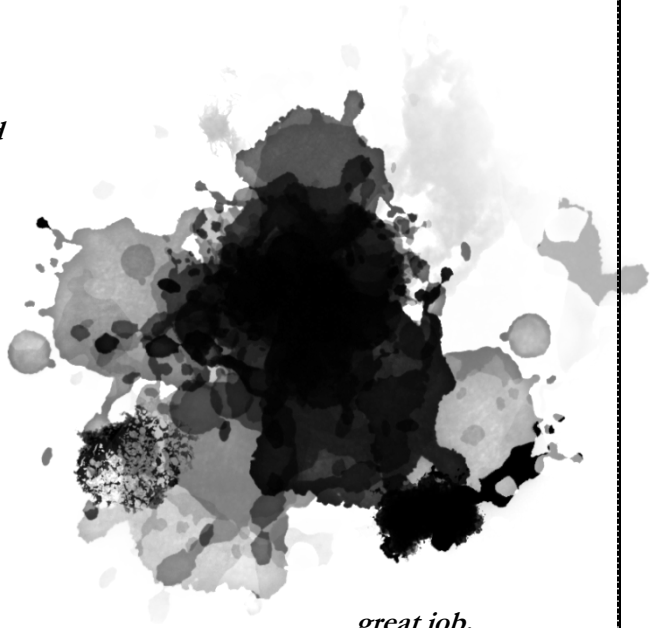

Helping Hand

A

rising
NGO

It is in
your
hands to
create a
better
world for all
who need it.

You and your
team doing a great job.
Whole heartedly congratulations and good wishes to you. Go forward, Stay happy and healthy always.

শুভেচ্ছা বার্তা

by Dr Samim Reja, Govt of WB, ARD Dept.

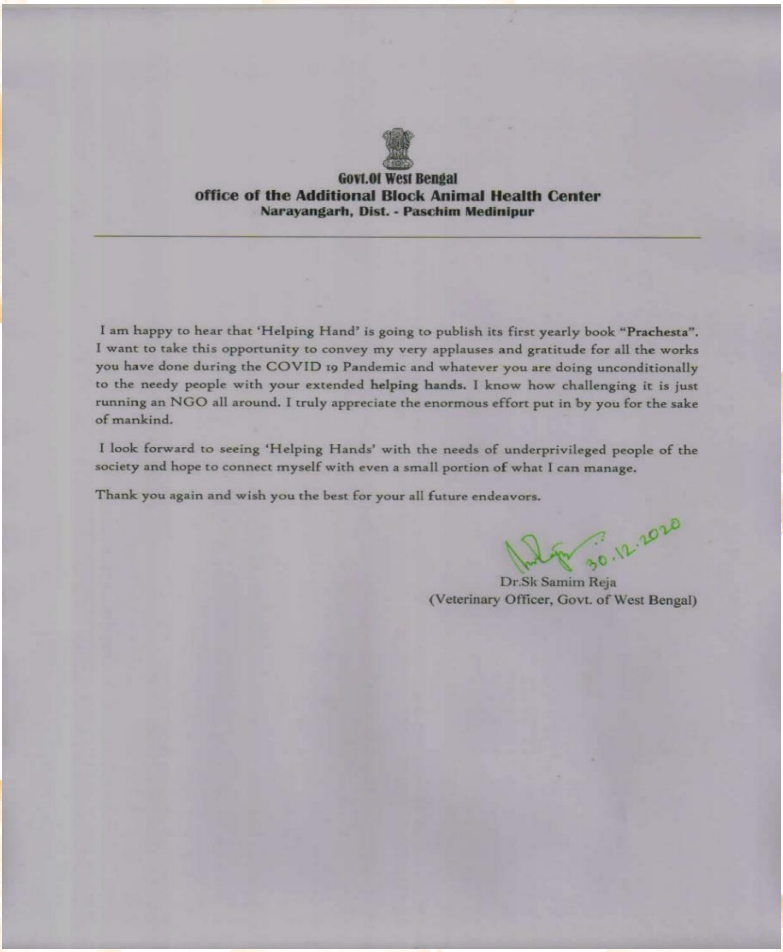

Govt.Of West Bengal
office of the Additional Block Animal Health Center
Narayangarh, Dist. - Paschim Medinipur

I am happy to hear that 'Helping Hand' is going to publish its first yearly book **"Prachesta"**. I want to take this opportunity to convey my very applauses and gratitude for all the works you have done during the COVID 19 Pandemic and whatever you are doing unconditionally to the needy people with your extended **helping hands.** I know how challenging it is just running an NGO all around. I truly appreciate the enormous effort put in by you for the sake of mankind.

I look forward to seeing 'Helping Hands' with the needs of underprivileged people of the society and hope to connect myself with even a small portion of what I can manage.

Thank you again and wish you the best for your all future endeavors.

30.12.2020

Dr.Sk Samim Reja
(Veterinary Officer, Govt. of West Bengal)

শুভেচ্ছা বার্তা

প্রথমেই আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের এই একটা সুন্দর কাজের জন্য। যেটা আপনারা নিরালস ভাবে, সাধারণ গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উঠে ও ঘুরে দাঁড়ানো এবং সমাজের সঙ্গে চলার পথ হয়ে কাজ করার জন্য ।

এ ভাবেই "Helping Hands " যেন মানুষের পাশে থেকে এগিয়ে চলুক এটাই আমার শুভেচ্ছা রইল।

- **নফরাজ উদ্দিন মন্ডল**, *F/O- Dairy Technology , WBUAF*

||'আঁখি'||

ত্রিদীপ রায়
,22/12/2020)

"শ্বেতা! কি গো? এরকম করতে পারলে? পারলে? আমাকে এত বড় দায়িত্ব টা দিয়ে চলে যাচ্ছ?"

অভিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শ্বেতার দিকে। শ্বেতা ও তাকিয়ে অভিকের দিকে। কিন্তু আজ সে নিঃশব্দ। কোনো ভালোবাসার মান-অভিমানের দাবি নেই অভিকের কাছে আজ তার। যেন মৌনতা বুঝিয়ে দিচ্ছে ভালোই হল। তার মূল্য টা একবার অন্তত বুঝুক।

৩ বছর আগে.....

অভিক আর শ্বেতা রবীন্দ্র সরোবরে পাশাপাশি এক বেঞ্চে বসে। Thermodynamics এ ভালোই দক্ষ দুজন তাই ক্লাস টা bunk মেরে চলেই এল লেকের পাড়ে। তার উপর দিনটা খুবই স্পেশাল। আজ অভিকের মা শ্বেতার জন্য নিজে হাতে তৈরী খাবার পাঠিয়েছে; শ্বেতার favourite চিকেন বিরিয়ানি।

দেড় বছর হয়েছে ওদের সম্পর্কের, দুই বাড়িতেই সব জানে। বলেছে career টা ঠিক করলেই ওরা একে অপরকে বিয়ে করতে পারে, বাড়ির লোকের কোনো আপত্তি নেই।

অভিক বিরিয়ানি টা শ্বেতার দিকে বাড়িয়ে বলে...

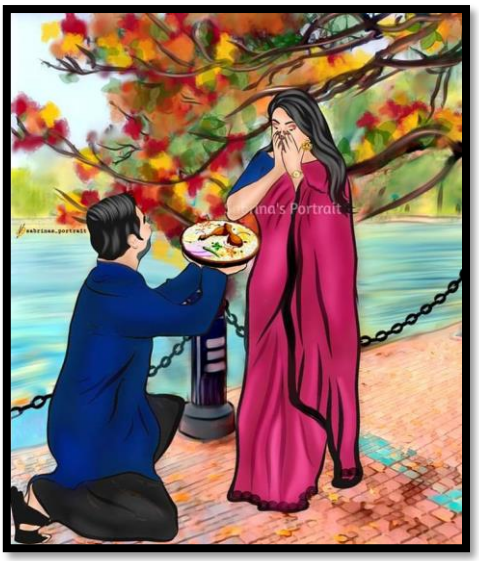

অভিক: আমি তোমার সারা জীবনের বিরিয়ানি-কাপড়ের দায়িত্ব নিতে চাই। হবে আমার জীবনসঙ্গী?

শ্বেতা মুচকি হেসে লজ্জা তে পালিয়ে যায়।

ঠিক পরের বছরই অভিক Webel এর marketing এ join করে। আর শ্বেতা অভিকের কথা ভেবেই TCS এর data entry job offer টা campus recruitment এই refuse করে দেয়।

তো কিছুদিন পরেই দুই বাড়ির অনুমতি তেই খুব জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়।

বিবাহের সব রীতিনীতি খুবই সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ হল। শ্বেতাও সুখে-শান্তিতে শ্বশুরবাড়ি তে ঘর করা শুরু করল। কিন্তু বছর যেতে না যেতেই শুরু হল মনোমালিন্য। শ্বেতার নানারকম

অভিযোগ উঠতে শুরু করল; ভালোবাসা কমে গেছে, বিয়ের আগে বেশি ভালোবাসতে, একটা সিনেমা ও দেখাতে নিয়ে যাও না, শুধু খাই আর খিটখিট।

আর এরম অভিযোগ হবে নাই বা কেন বলুন; রাত করে বাড়ি ফিরছে অভিক রোজ আর ফিরলে বলছে meeting ছিল। দুটো ভালো কথা তো দূর, রাগে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলে। lifestyle টাই পুরো বদলে গেছে।

বেশিদিন আগের কথা না.....অভিক রাত করে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। এসেই ঝামেলা হুলুস্থুলু শুরু করেছে।

পরদিন শ্বেতা অভিকের shirt কাচতে গিয়ে যেন জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানসিক আঘাত টা পায়। shirt থেকে ভগভগ করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে আর এক অচেনা perfume এর গন্ধ।

Shirt এর কলারটা দেখে শ্বেতার শ্বাসরোধ হওয়ার মত অবস্থা। কলারে প্রচুর লম্বা সরু চুল। আর shirt এর বুকের দিকটা lipstick এর ছাপে ভরতি।

যে ভয়টা ছিল শ্বেতার এতদিন সেটাই আজ সত্যি হল। অভিক পরনারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তো এই কিছুদিন আগের কথা। অভিক রাত করে মদ খেয়ে বাড়িতে ফিরেই দেখে শ্বেতা খাটের উপর উপুর হয়ে শুয়ে পা দুটো উপরে তুলে পা দুলিয়ে ফোনে কথা বলছে। প্রথম দু একদিন সেরকম পাত্তা দেয় নি অভিক। কিন্তু আস্তে যেন কথোপকথন এর মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকল। খেতে, শুয়ে, টিভি দেখতে শ্বেতা এর শুধু ফোন আর গল্প।

অভিকের মাথায় এবার বিদ্যুত খেলে যায়। পরকীয়া শুরু করেনি তো তার বউ!!

অভিক: কার সাথে দিনরাত এত কথা গো তোমার?

শ্বেতা: আরে জানো? আমাদের batchmate...Microsoft এ job পেয়েছে। এখন USA চলে যাবে বলছে next month, তাই বলছিল একবার last বারের মত meet করে treat দিতে চায়।

অভিক: ছেলে না মেয়ে?

শ্বেতা: ছেলে। অভিমন্যু চ্যাটার্জি।

অভিক: একদম না। কোনো দরকার নেই treat এর।

শ্বেতা: বাহ্!! কি দারুণ। নিজে party করে মদ খেয়ে মেয়েদের সাথে ফুর্তি করে বাড়ি ফিরলে দোষ নেই আর আমি treat নিতে গেলে দোষ। how cheap you are Avik!!??

অভিক: ওওওও তা তুমি আমাকে সন্দেহ কর। সেটা বললেই পারতে এত কথা না বলে। আমার না তোমাকে আর সহ্য হচ্ছে না। যা বেরো এখান থেকে।

শ্বেতার হাত টা ধরে চেপে টেনে ঠেলে ফেলে দিল অভিক ওকে মেঝেতে। সুন্দর বেনারসি চুড়ি গুলো ভেঙে হাত থেকে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। শ্বেতা অনবরত কেঁদেই চলল। ও ভালো করেই জানত একটা ফোনের মিথ্যা নাটক করেই অভিকের এই রুপ বেরোলে আরও কত কি দেখা বাকি তার জীবনে।

শ্বেতা মেয়ে টা খুবই শান্ত ভদ্র নিরীহ গোছের মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী আর ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ভালোবাসার জন্য নিজের career টা বলিদান দিয়েছিল। একেবারে ১৬ কলায় পূর্ণ মেয়ে। খুঁত বলতে শুধু কবে মা হতে পারবে সেটাই জানেনা। কাউকে প্রকাশ না করলেও ভিতর থেকে এই জিনিসটা ওকে কুঁড়ে খায়। অভিক বিয়ের পর থেকে এই জিনিসটা নিয়ে একদম ই চিন্তিত না তবে কেন বাবা হতে পারছে না সেটা নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা করে।

শ্বেতা এখন নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নিয়েছে। work from home করে আর তার সাথে অবসর সময়ে violin টা বাজায়।

এই violin শুনেই তো freshers এর দিন অভিক ওর প্রেমে পড়েছিল। শ্বেতা এখনও ভাবে আর চোখের কোনার জল টা মোছে।

অভিক যেন এখন রাতে খাবার আর যৌন সুখ নিতেই বাড়ি ফেরে। শ্বেতা ওকে বাঁধা দেয় না কারন ও জানে যে অভিক যদি শুধুমাত্র তার দেহের জন্য ও একটু সময় তার কাছে থাকে তবে তো ভালোই। তাকে হারাতে চায় না। এতটাই তার মন অভিক করে।

এরকম ভাবেই জীবনটা কেটে যেতে লাগল। কিন্তু ৪ মাস পরেই সুখবর টা এল। শ্বেতা মা হতে চলেছে। এবার একটু অভিকের নজর বাড়ল শ্বেতা এর উপর। সেটার কারন ভালোবাসা না বাচ্চা সেটা শ্বেতা জানে না আর জানতে চায় ও না; অভিকের যে এই মায়াবী রুপ টাই চেয়েছিল সে, আর কিছু চায়না শুধু একটু সময় ছাড়া।

প্রচন্ড পেট ব্যথা নিয়ে শ্বেতা আরও ৫ মাস পর হসপিটালে ভরতি হল। ওর বাড়ির লোকেরাই নিয়ে গেল। অভিক রোজকার মতো meeting এর বাহানা দিয়ে নিরুদ্দেশ।

অবশেষে শ্বেতা এর বাড়ির লোকের ফোন পেয়ে হসপিটালে আসে। এসেই দেখে সবার চোখ ছলছল। ওর বাবা মা তো নির্বাক মেঝেতে বসে। অভিক দৌড়ে যায় ওদের কাছে আর জানতে চায় কি হয়েছে কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

অভিক: Doctor! Doctor! What happened?

Dr. Mukherjee: congratulations Mr.....yah Mr. Sen you are now a father of a baby girl. But extremely sorry we couldn't save your wife's life. I'm sorry Mr. Sen. But you got a healthy baby. She is completely fine. You can come to our baby section.

অভিক মাথা টা চেপে ধরে হাঁপাতে বসে পড়ে। কোনোমতে উঠে baby ward টার দিকে যায়। ওখানে sister রা অভিক কে অভিকের মেয়ের কাছে নিয়ে যায়।

ফুটফুটে একটা বাচ্চা, খুবই মিষ্টি হয়েছে, একদম শ্বেতার মত দেখতে। অভিক কোলে নিল তার মেয়ে কে। খুবই মায়াবী চোখ দুটো। ঠিক করল নাম রাখবে আঁখি।

এখন আঁখি ই ওর জীবনের সব। সবকিছু হারিয়েছে সে। আর চায়না কিছু হারাতে। জীবনটাকে নতুন করে শুরু করবে ঠিক করল।

অভিক ওখান থেকে বেরিয়ে এসে শ্বেতার কাছে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। শুধু চোখ টা খোলা। যেন তার মেয়ের ই চোখ। বলতে চাইছে শেষবারের মত কিছু।

অভিক: শ্বেতা! কি গো? এরকম করতে পারলে? পারলে? আমাকে এত বড় দায়িত্ব টা দিয়ে চলে যাচ্ছ?

বলেই ওর পাশে ধপাস করে বসে পড়ল অনিক। আর যেন ফিসফিস বাতাসে কথা ভেসে এল....

"এবার অন্তত মনে একটু ভালোবাসো অনিক! একটু ভালোবেসো! স্বাবলম্বী হয়ো....."

.....সমাপ্ত.....

মধ্যবিত্ত ☺

ওরা কৃপণ নয়
প্রয়োজনের মাপকাঠিটা ওরা ঠিকই বোঝে
ধ্বনি-গরীবের পাল্লাতে ওরা আসে না
সমাজ ওদের মধ্যবিত্ত বলেই চেনে।

গরীবের তো সরকার আছে
আলুভাতে ভাত জুটেই যাবে
ওরা যে মধ্যবিত্ত
ফুটো থালাতেও একটা তরকারি সে খোঁজে ।

বাস্তবের জেলখানাতেই ওদের বাস
বেকারত্ব তো ওদের রক্তে থাকে
ওরা যে মধ্যবিত্ত

ওদের স্বপ্ন দেখতেও গ্রহণ লাগে।

অপ্রাপ্তির সমুদ্রের ওরা দিশাহারা নাবিক

তবুও শখ আকাশ ছোঁয়া

ওরা যে মধ্যবিত্ত

ওদের শো-অফটা ঠিক আসে না।

ওদের শহরেও বসন্ত আসে

তফাৎ শুধু এটাই

চুম্বনে তুমি সুখ পাও

ভালোবাসাটা ওদের ডায়েরির পাতায়।

প্রেম বলতে মায়ের আঁচল

আর খেতে বসে জমিয়ে আড্ডা

একরাশ হাসির পিছনে

বাকীটা না হয় বিষাক্ত ইতিহাস।

.....সমাপ্ত.....

ধর্মের নামে লড়াই চালায় বেইমানি তাদের রক্তে মেশা; মানবিকতা বন্দক রেখে তারা কি পেয়েছে ঈশ্বরের দিশা?? বিবেক যেথায় মূল্য হীন মনুষ্যত্ব বিকোয় চড়া দামে অশান্তির বাহক যারা তারা কি আদেও ধর্ম চেনে ??"

- Sayeta Choudhury, (2nd Year, Eng Hons.)

বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্য

" বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য "এই কথাটা শুনলে প্রথমেই যে মাতৃভূমির ছবি ফুটে ওঠে তা হল আমাদের 'ভারতবর্ষ'।

আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক পরিবেশ অপরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাহাড় ,পর্বত, মালভূমি ,সমভূমি দ্বারা বেষ্টিত চারিদিক।

আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন মানুষের বসবাস ,ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সমৃদ্ধি এই মাতৃভূমি। এখানে ধর্মের বিভিন্নতা

আছে কিন্তু মনুষ্যত্বের নয়।আমরা নির্দ্বিধায় বড়দিন ,ঈদ এবং দূর্গা পূজার মত উৎসবের আমেজ উপভোগ করি সমান মাত্রায়।

প্রগতির এই যুগে বৈচিত্র ছাড়িয়ে সবার মধ্যে ঐক্যের বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে অতিমাত্রায়। অদ্ভুত ভাবে আমরা আজকে প্রিয় খাবারের তালিকায় বিরিয়ানির নামটা অনায়াসেই বলে ফেলি, ঠিক তেমনি মাছ-ভাত শুধুমাত্র আর বাঙালির মধ্যাহ্নভোজনে আটকে নেই।

ফ্যাশন অ্যান্ড স্টাইল এর মোড়কে বিয়ের দিন বেনারসির ট্রেডিশনাল লুক থাকলেও রিসেপশনে আগে থেকেই সিলেক্ট করা থাকে লেহেঙ্গা কিংবা পছন্দের গাউন।

এই সবই তো আলাদা কালচারের তকমা নিয়ে আগে থেকে বসে আছে।তবুও তো এই এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ঐক্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

কোথাও বাউল গেয়ে ওঠে মেঠো পথে, নৌকা বেয়ে মাঝি ভাই গেয়ে ওঠে সারি গান,শাস্ত্রীয় সংগীত থেকেইতো ওয়েস্টার্ন মিউজিক এর জন্ম। সবই তো সাতটি সুরের খেলা।

কোথাও ওডিসি ,কোথাও কত্থ্যক, আবার কোথাও ভারতনাট্যম, সবই তো নৃত্যের মধ্যে তাল আর ছন্দের বৃষ্টি।

আমাদের ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যের পরিবেশের সমাহার।ভৌগোলিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, ধর্ম ,খাদ্য ,পোশাক-আশাক সংগীত নৃত্য এইসবই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য হয়ে ধরা দিয়েছে।

এভাবেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্য থাক ,

মানুষে সম্পর্কের মেলবন্ধন আরো দৃঢ় হোক।

- নাম-শিল্পা বৈদ্য

বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়

.....সমাপ্ত.....

চোরাবালি

নাসরিন রোদে বসে চুলোয় জ্বাল দিচ্ছিল। সংসারের সমস্ত কাজটাই তাকে একাহাতেই করতে হয় । তাই বোধহয় শরীরের যত্ন নেওয়ার সময় হয়ে ওঠে না ।তার চোখের তলায় কালশিটে দাগ, উস্কোখুস্কো চুল, শাড়ির এলোমেলো ভাঁজে শরীরটি ঢাকা। তার মুখ-হাত শুষ্ক তামাটে দেখালেও সর্বদা আবৃত স্থান হঠাৎ অনাবৃত হয়ে পড়লে বোঝা যায় এক সময় তার চেহারাটা ছিল ফোটানো দুধের সরের মতো ধরলেই যেন পিছলিয়ে যাবে এমনই ছিল তার চিকন গরন। চোখের কাজলটা লম্বা করে টেনে কপালে টিপ দিয়ে সে যখন স্কুলের অনুষ্ঠানে নাচত। তখন তার সেই নূপুরের ঝংকার কতজনকে যে উতলা করত, তার ইয়াত্তা নেই। স্বভাবতই এমন মাছ ধরার মতো বড়সির অভাব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়েছিল তাপসের ছিপে। তা অবশ্য এমনি হয়ে উঠেনি। তাপসকে এর জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। তাছাড়া তাপসের যে বাকপটুতা আর কবিতা লেখার ক্ষমতা , তাকে কে কদিন দূরে ঠেলে রাখতে পারে । এরপর দু'বছরের জমজমাট প্রেম।

তারপর এইচ এস শেষ হতেই বাড়িতে না জানিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

এই খবর শুনেই তাপসের বাবা একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। কাতরস্বরে তার স্ত্রী কে বলেছিল, " শেষে কিনা ছেলেটা আমার মুখে চুন-কালি দিল!" তার স্ত্রী ও কাঁদো কন্ঠে বলেছিল, " কি আর করবে, ছেলেমানুষ করে ফেলেছে"।

তাপসের বাবা যেন কেঁপে হঙ্কার দিয়ে বলেছিল, " ছেলেমানুষ! শুয়ার কোথা কারের। ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। ও আমার ঘরের চৌকাট না মাড়াই"। ওই কথা শুনে তার স্ত্রী হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল ।

তারপর থেকে ও বাড়ির দরজা বন্ধ তাপস এর কাছে। নাসরিন আমাদের একমাত্র মেয়ে। তাই সামাদ কি করে ঠেলে ফেলে মেয়ে জামাইকে। তাই ঠাঁই হলো শ্বশুরবাড়িতে। সমাদ চেয়েছিল, তাপসকে ঘরজামাই রাখতে। কিন্তু বয়স কম হলেও তাপসের আত্মসম্মান বোধের অন্ত ছিল না। তাই এই প্রস্তাব নাসরিনের মুখে শুনতে তাপসের মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। সে গভীর কন্ঠে বলেছিল, "ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমি সারাজীবন শশুরের পায়ে পড়ে থাকবো!"

নাসরিন তার দুই হাত নিজের কাছে টেনে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বলেছিল,"তো কি করবে শুনি"।

তাপস খানিকটা নরম হয়ে নাসরিনের চুলে আঙুল বোলাতে বলেছিল, "কেনে ঘর করব। দাদু আমাকে একটা জায়গা দিয়ে গাছিল ওই ভবাদের ঘরের পুকুরটার পিছনে। ওইখানে হবে তোমার আর আমার সংসার"।

নাসরিনের মুখটা যেন আনন্দে চকচক করে উঠেছিল। এই এক স্বপ্ন তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। সে অন্ধকার দেয়ালের দিকে মুখ করে আস্তে বলেছিল, "তুমি কাজে বেরোবে, আর আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো তোমার না আসা পর্যন্ত। তুমি এলে তারপর একসাথে বসে খাব। আর

পূর্ণিমার রাতে এগনতে একসাথে বসে চাঁদের গায়ে স্বপ্ন বুনবো বাকি জীবনের”।

সেদিন রাত্রে নাসরিন আবেগ বিহ্বল হয়ে আরো কত কি বলেছিল। কিন্তু সেইসব আজ অতীত। নাসরিনের জ্বাল দেওয়াটা কে উপেক্ষা করেই তাপস বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকলো। নাসরিন দেখতে পেয়ে কোনো সম্বোধন ছাড়াই গলা উঁচিয়ে বলল, “একটা ফ্রিজ লিতেই হবে।নাইলে অনেক অসুবিধা”।

তাপসের মাথা এমনিতেই একটু গরম ছিল। কেননা টিউশন এর টাকা ছেলেরা অনেকেই দেয়নি। তাদেরকে দশ বার বললে তিন মাস পর এক মাসের টাকা দেয়। এই করে কি আর তার সংসার চলে! তার ওপর নাসরিনের এমন প্রস্তাব শুনে তার মেজাজটা আরও গরম হয়ে গেল।

সে জামা প্যান্ট খুলতে রুক্ষ ভাবে বলল, এখন এত টাকা পয়সা নেই।

নাসরিন তখন একটু ব্যঙ্গ করে টেনে বললো, "সে কি আর জানি নি। আব্বা দিবে বলেছে"। এই বলে সে তাপসের উত্তরের অপেক্ষায় কান পেতে থাকলো।

তার এই অনুমতি নেওয়ার জন্য কান পেতে থাকার কারণ হলো, আগেও তাপস এমন প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। এর আগে একবার সমাদ তার মেয়ে কে বলেছিল, "আমার এই পোয়াতি গাইটা লিয়ে যা। বাছুর হলে দুধ বিক্রি করবি, যা হয় দুটা টাকা রোজগার হবে!" এটা শুনেই তাপস বেঁকে বসে ছিল। তার কারণ শ্বশুরবাড়িতে থাকাকালীনই তার শ্বশুরের ওপর একটা বিরূপ অসহ্যকর মনোভাব তৈরি হয়েছিল। কেননা বিয়ের পর সে যখন শ্বশুরবাড়িতে সপ্তাহ খানেক শুয়ে-বসে কাটাতে থাকলো, সমাদ সেটা সহ্য করতে পারেনি। সে একদিন তার জামাইকে একটু খোঁচা মেরেই বলেছিল, বাবু এরকম করে বসে কাটালে হবে। একটু কাজ টাজের খোঁজ-টোজ লাও। এই শুনে তাপসের মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল। এটা যেন ছিল তার পুরুষত্বের অপমান। তাই সে সেই দিনই ঠিক করেছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শশুরের ছায়া থেকে মুক্ত হবে। যদিও এর পরে তার টিউশনি থেকে স্বল্প আয়ের এর জন্য শশুরের টিটকারি লেগেই থাকত। এইসবের কারণ ছিল তাপসের উপর ওপর সমাদের চাপারাগ। তার মনে হয়েছিল,তাপস তার মেয়ের জীবন টাকে শেষ করে দিয়েছে। না হলে তার মেয়ের হয়তো আরোও ভালো ছেলের সাথে বিয়ে হতে পারত। সে মনে 'অলস', 'অকর্মার' ঢেঁকি আরও কতকি বলে গালাগালি করত। তাই নতুন ঘর করার পর শশুরের সাহায্যের কথা উঠলেই তার মুখ নৈব চ।

তাই তাপস স্বভাবতই হুংকার দিয়ে আঙিনাতে বেরিয়ে এসে বলল, "না এটি হবেনি। আগেই বলেছি তো যেদিন আমার সম্ভব হবে সেই দিন লুব"।

এই উত্তর নাসরিনের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। সে মুখ বেঁকিয়ে গজ করতে বলল , "নিজের তো দু পয়সা রোজগারের মুরাদ নেই। দিতেছি তো বাবুর লিয়া চলেনি"।

তাপস চিৎকার করে মুখ ভ্যাংচিয়ে বলে উঠলো, "তো খাচ্ছিস কার টাকায়? তোর বাপের মত আমার গলা ভর্তি টাকা নেই"। তাপসের এই এক বদ স্বভাব। খুব রেগে গেলে তুই তুকারি করে উঠে। এটা আজ অবশ্য নতুন ঘটনা।

নাসরিনও ডই নাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "কবে একটা শাড়ি কিনে দিচ্ছিলে মনে আছে? ওই লোকটা ছিল বলেই তো

আশ্রয় পেয়েছিল। বুড়া তো আগেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল"।

যতই হোক তাপসের তার শশুরের প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা ছিল। তাই সে অতটা রাগ প্রকাশ করতে পারল না। সে খাটো গলায় বলল, "এমন করিতেছ যেন আমি পয়সাগুলান খেয়ে লিতেছি। দুটো পয়সা রোজগার করতে কত কষ্ট হয় জানিসনি তো"।

নাসরিন ঝাঁজ দেখিয়ে বলে উঠলো তো বিয়ে করেছিলে কেনো? তারপর সে মুখ ভ্যাংচিয়ে বললো, বিয়ের আগে আবার বলা তোমাকে রাজরানী করে রাখব । এই তোর রাজরানী!"

তাপস এর কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে রাগে গজগজ করতে বলল, একটা লোগ রোদ থেকে এলো, তার খবর লিয়া নেই, পানি দেওয়া নেই , না বাবু ফ্রিজ নিয়ে বসলো"। তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠলো আমি বেঁচে থাকতে তোর বাপের জিনিস না আমার ভিটাই ঢুকে"।

নাসরিন গুনগুন করে বলল, " মুরাদ থাকলে আরোও কত কি না বলতে"।তাপস আর কথা বাড়ায় না।

এই অশান্তি শুধু আজকের নয়। একদিন তো নাসরিন ঝগরা করেই তার বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলো। সেদিনের কারণ এর পিছনেও ছিল সেই আর্থসামাজিক টানাপোরান। তাদের বছর তিনেক বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়নি। পাড়ার লোকে নাসরিনকে পিছনে বাজা বলতে ছারে না। তার জীবনে একটা বাচ্চার যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল লোকের কটুক্তি থেকে বাঁচার। তাই সে তাপস কে বারবার অনুরোধ করেছিল

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য কিন্তু তা না মানাই , সে একদিন তুমুল ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। আসলে তাপস চাইছিলই না তাদের বাচ্চা হোক। কেননা তার আর্থিক অনটন তাকে পাগল করে তুলেছিলো।

সংসারে মনোমালিন্য, ঝগড়া অশান্তি হওয়া স্বাভাবিক। তা যতক্ষণ চার দেওয়ালের মধ্যে থাকে ততক্ষণ বোধ হয় একটা সুস্বাস্থ্য পরিবেশ বজায় থাকে। কিন্তু তা যদি দুদিন ছাড়াই পাড়ার লোকের কানে থালা পড়ার মতো ঝনঝন করে বাঁচতে থাকে তার চেয়ে যেন অস্বস্তি কর কিছু হতেই পারে না। তাপসের বাড়ি জুড়ে যেন এইরকম একটা পরিবেশে তৈরি হয়েছিল। নাসরিন কাঁদো হয়ে গুনগুন করে বিলাপ করতে থাকে, "আল্লাহ মোর কপালে কাকে এনে জুটালে গো। আর কেন যে ওকে বিয়ে করেছিলুম। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে থাকে।

এইসব ভাবতে তাঁর পুরনো স্মৃতি রোমানহীত হলো। সে ভাবতে থাকে আর কেহ বা ওর মত ছেলের প্রেমে না পড়ে থাকতে পারতো। তার সেই ভুবন ভুলানো কথা আর দারুন সব কবিতা। কিন্তু তার মনে হলো সেই তাপস আর আজকের তাপস যেন এক নই।

তার মনে পরল স্কুল থেকে পালিয়ে বনে গিয়ে কাটানো মুহূর্তগুলো। প্রথম দিন যে দিন গিয়েছিলো, তাপস ওকে জাম পেরে খাইয়েছিল। আর সেদিন তারা গাছের নিচে খুব কাছাকাছি বসে ছিল। তাপস তার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে বলেছিল, "তোমার চোখে যেন মধুমাখা আছে। আমার মৌমাছির মতো মনটা শুধু টানা হয়ে চলে যায়"। আর দূরের একটা বটগাছ দেখিয়ে বলেছিলো, "কাঠফাটা রোদে ক্লান্ত পথিক যে প্রশান্তিতে ওর তলায় বসে ঘুমিয়ে পড়ে, সেখানেই তোমার চোখের বাস্তবতা। ঠিক যেন নাটোরের বনলতা সেন"।

তখন সে শুধু মন্ত্র মুগ্ধের মত তাপসের কথা শুনেছিল।

তাপস জিজ্ঞেস করেছিল, " তুমি গোলাপের পাপড়ি বইয়ের ভিতরে কোনদিন রেখেছো?"

সে না বলে মাথা নেড়ে ছিল।

তখন তাপস তার মোহগ্রস্ত মুখে জাদুকাঠি ছুয়িয়ে বলেছিল , "ওরকম রেখে দিলে যেমনি মুলায়ম হয়ে যায়, অনেক আদরের সাথে ধরতে হয় নইলে ছেড়ে যায়, তোমার গালটা ঠিক ওইরকম"।

সেও লজ্জামাখা মুখ হালকা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথা থেকে ঝাড়লে?"

তাপস মুচকি হেঁসে বলেছিল, " না, একেবারে অরজিনাল"।

নাসরিন খিলখিল করে হেসে ওঠে ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাপস দাস কিশলয়ের মতো ঠোঁটটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, "আর তোমার ঠোঁটটা গাছপাকা লাল টস টসে আমের মত, দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে"। এরপর সে লজ্জায় মাথা নামিয়ে নেওয়ার আগেই তাপস হালকা করে তার ঠোঁটে একটা চুমু খেয়েছিল"।

এরকম তারা প্রায়ই স্কুল পালিয়ে বনে গিয়ে সময় কাটাতে। আর তাপস তার নতুন কবিতা শোনাতো আর সে তার গান।

ভাত উঠলে পড়ার শব্দে নাসরিনের ঘোর ভাঙলো।

বাকি সারাদিন দুজনের কথা হয়নি। নাসরিন ভাত বেড়ে দিয়েছে কিন্তু একটা কথাও বলেনি। তাপস সারা সন্ধ্যে এই নিয়ে ভেবেছে। আর যাই হোক জীবনটা তার কাব্যের মত অন্তত রোম্যান্টিক নয়। স্কুল পালানো প্রেম এক জিনিস আর সংসার চালানো এক জিনিস। মাঝে বিস্তর দূরত্ব। অথচ সে কথা দিয়েছিল নাসরিনকে , "তোমার গানের ভেলাই আমি কাটিয়ে দিব আমার সবকটা বসন্ত"। কিন্তু যেখানে জীবনের গানে দুজনে গলায় মেলাতে পারিনি, কি করে কাটাবে বাকি কটা বসন্ত?

রাতটা পূর্ণিমার। চাঁদ জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, তারা স্বামী-স্ত্রী দু জন বিছানার দুই প্রান্তে আর মাঝে একরাশ গাঢ অন্ধকার। অথচ তাদের কথা হয়েছিল একসাথে বসে চাঁদের গায়ে স্বপ্ন বোনার।

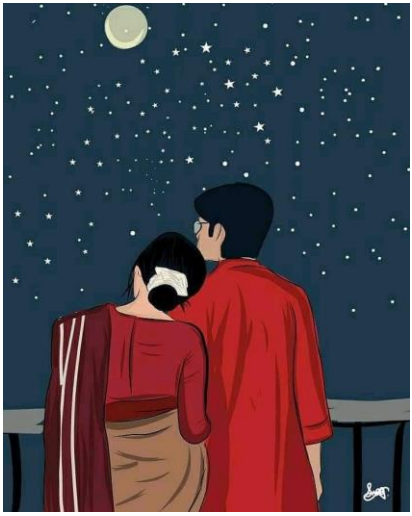

শহিদউল্লা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

.....সমাপ্ত.....

অন্যরকম স্বাধীনতা

শুনেছি, আকাশের ওপর রাগ করে
মেঘের চিৎকার শুনে আশ্রয় খুঁজতে নিজের
চাঁদের সামান্য বিশ্রামে নাকি,
মেঘের সাথে লড়াই করতে অদ্ভুত ভাবে !
আচ্ছা, এখন তোমার আকাশে-
মেঘ আর রেগে চিৎকার করে না?
চাঁদ নাকি ওখানে এখন অবসরপ্রাপ্ত
আশ্রয় খোঁজার লড়াই করতে হয় না কি ?
নাকি সবার অগোচরে নির্জনে থাকাটা
সত্যি অন্যরকম বিচরণে স্বাধীন হওয়া ?

- হাসিনা খাতুন

অভিশপ্ত

রক্তে দাঙ্গা যখন লাগে
টুকটুকে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে ,
ভুরু কুঁচকে নীলাভ দু'চোখে
শাপ ছুড়ে দাও আমার সর্বনাশে।

অভিশাপ দিয়েছে ঘরের লোক ,
"আজ তোর হাসি মুখ ধ্বংস হোক"।

তোমার রক্তে রক্তাক্ত আমি
জেনেও হাসিমুখে কাটাও রাত দিন,
তবে ঠোঁটের মৃত হাসিটা জানে
অভিশাপটা সর্বনাশে হয়ে গেছে বিলীন।

-ঝিনুক

পুরাতন ডায়েরি

ধ্বংসস্তূপে পাওয়া সেই পুরাতন ডায়েরি
খসখসে হলদেটে পাতা ,
এক আদিম সুবাসের হিংস্র আকর্ষণ ,
আনাচে-কানাচে তোমার অমলিন ছাপ ।
আমার স্তব্ধ কাঁধে
তোমার অশ্রুস্রোতের এর বিকট পতন-
এক পাতায় দেখি তারই এক গলা জল।

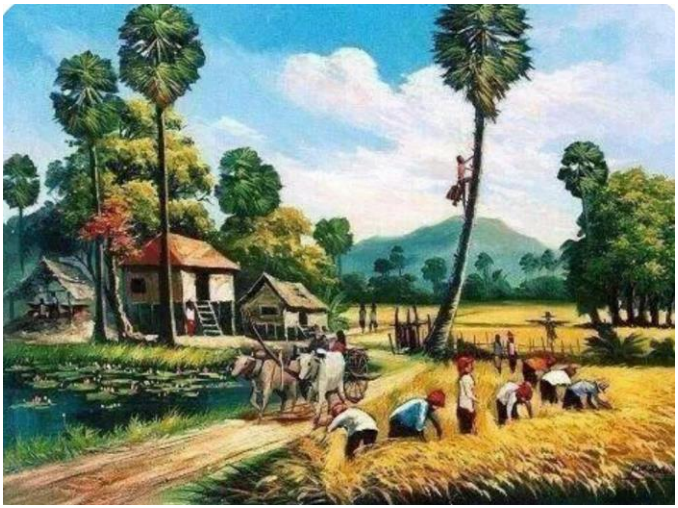

তা কোনমতে পেরোতেই
সন্ধ্যায় পা আটকে যায় গোলকধাঁধায়;
কানে বাজে গল্পের টয়ট্রেন ।
কোথাও নিশুতি রাতের ফোন জাগে,
স্পষ্ট শুনতে পাই সেই ভিত, উদ্বেল কণ্ঠ।
কোথাও তোমার বিষ নখ-দাঁতে
পাতাগুলো আজও ক্ষত-বিক্ষত।

হঠাৎই খুঁজে পাই,
তোমার সেই মাছরাঙ্গা-পালক শাড়িটা-
যার নিচে নারকেল শাঁসের কচি মুখখানা
এককোণে আঁটা।
পাশে তোমাকে লেখা সেই প্রথম কবিতা।
কোথাও তোমার পরম ছোঁয়ার শিহরণে-
কিছু পাতায় যৌবনের উঁকিঝুঁকি।
ক্রমে আসে কলকল হাসি, ফাঁকা ট্রাম,
অভিমানী চোখ, আঁধারে মাঠ, ক্যান্টিন।
আরো কত ছবি ছুটে চলে পাতায়।

একসময় এসে থামে

যেখানে ছেড়া পাতার দাগ গল্প লেখে

এক বিষাদের ঝড়ে কালো মেঘে হারিয়ে যাওয়ার ;

শুধু শেষের কটি পাতা এখনও শূন্য;

তারা বসে থাকে তোমার ফেরার পথ চেয়ে।

-শহিদউল্লা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

.....সমাপ্ত.....

প্রেরনা

-আমিত

এখনকার দিনে ইউটিউব শব্দটার সঙ্গে কমবেশি সবাই পরিচিত |এবং অনেক ছেলেমেয়ে চাই তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে ইউটিউব থেকে এটা কি সত্যি সম্ভব ইউটিউব থেকে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করা ?

আজ আমি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে চলেছে তার আগে আমার পরিচয়টা একটু অল্প করে দিয়ে নিই । আমি অমিত কুমার খাঁ । বাঁকুড়া জেলার কুশমুড়ি নামে একটা চট্টগ্রামে থাকি।আমি বর্তমানে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট । আরো অনেক জায়গায় পড়াশোনা করি একই সঙ্গে চলো ও সেগুলো না হয় নাই বললাম। এবং আমার একটা ছোটখাটো ইউটিউব চ্যানেল ও আছে, যা REDCARD নামে পরিচিত এবং বর্তমান সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ১৮৫000 কাছাকাছি খুব শীঘ্রই 2 লাখ এ প্রবেশ করতে চলেছি।

যাহোক এবারের আসল বিষয়ে আসা যাক। উপরে যে প্রশ্নটা করা আছে ওই প্রশ্নটাই যদি আমাকে কেউ আজ থেকে পাঁচ বছর আগে করত তাহলে আমি কিন্তু নাই বলতাম । কিন্তু বর্তমান সময়ে আমি বলব শুধু ভবিষ্যতই না উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব। আর এই কাজটা যে কেউ করতে পারে ,আপনি যদি একজন ছাত্র হন কিংবা আপনি গৃহবধূ কিংবা আপনার ছোটখাটো ভিডিও বানানোর ইচ্ছা আছে কিংবা নিজের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন কিংবা আপনি একজন কৃষক। আপনি যেই হোন না কেন একজন সফল ইউটিউবার হওয়ার জন্য সব থেকে জরুরি যে জিনিসটা সেটা হল স্বপ্ন ।আপনি যদি স্বপ্ন দেখতে জানেন তাহলে আপনার স্বপ্ন আপনাকে আপনাকে ধরা দিতে বাধ্য। এবং ইউটিউব থেকে উপার্জনের পরিমাণ বর্তমান দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে । কেউ মজার ভিডিও বানাচ্ছে কিউবা কোন জিনিসকে নিয়ে কোনোরকম মন্তব্য করে সেটা হাসির হোক সেটা বা তার নিজের পার্সোনাল মন্তব্য ।কেউ পড়াশোনা সম্পর্কে সমস্ত আপডেটও ইউটিউবে দিয়ে থাকে বা কেউ কোনো জিনিস যদি ভাল রান্না করতে পারি সেটা কিভাবে রান্না করতে হয় সেই বিষয়েও অনেকের শিখিয়ে থাকে। এই কথা গুলোর মাধ্যমে আশা করি এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আপনি ইউটিউবে এসে কি করবেন ?

আপনি যে কাজটা সবথেকে বেশি ভালো পারে সেই কাজটাই করুন এবং দেখবেন মানুষ আপনাকে এতোটা ভালবাসে যে আপনি সফলতা চরম শীর্ষে পৌঁছে যাবেন। এরপর আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন এটা কি এতটাই সোজা যে ভিডিও বানাবো আর সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যাব ।যদি আপনি টাকা ইনকামের জন্য ইউটিউবে আসে তাহলে আমি বলব আসবেন নিজের শখ পূরণ করার জন্য নিজের সর্বোচ্চ টা দিয়ে মানুষকে

বোঝানে ... চলে আসো। ... যারা ও চেষ্টা ক ...

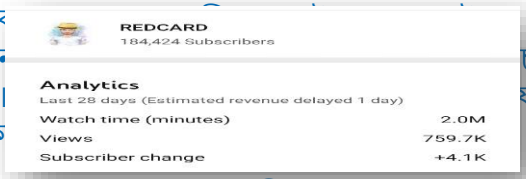

একজন সফল মানুষ দেবের পরিচয় দেবার হয়তো কোন কারনে সে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরে আপনি আমাকে একটা কথা বলুন আপনি একটা

25000 টাকায় চাকরি করার জন্য আপনি 19 থেকে কুড়ি বছর পড়াশোনা করছেন আর সেখানে একটা ইউটিউব চ্যানেল যেখান থেকে আপনি 25000tk চাকরির সমান ইনকাম করতে পারবেন সেখানে মাত্র 6 মাস সময় দিয়ে যদি বলেন কিছুই হলো না আমার কিছু হবে না তাহলে কিন্তু আপনি অবশ্যই ভুল বলছেন আপনার মুল্যবান সময়ের একটু সময় ওখানে দিন এবং একটু মনোযোগ দিন আর একটু ভালোবাসা দিন আপনি অবশ্যই সফল হবেন ।আমি যখন 2017 সালে এই মার্কেটে এসে ছিলাম তখনও কিন্তু আমার কাছে ওই আজকের মত আর পাঁচজনের কাছে যেমন 0 সাবস্ক্রাইবার থাকে আমার কাছেও ছিল কিন্তু 0 সাবস্ক্রাইবার। তারপরে অনেকটা সময় কাটিয়েছি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভালোবাসা বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা সবার ভালবাসা আমাকে আজ এত সাবস্ক্রাইবার এর মুখোমুখি করে তুলেছে ।আপনি হয়তো এই মুহূর্তে ভাবতে পারেন যে আমি নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে যাচ্ছি |কিন্তু এই সমস্ত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য যে আপনারাও যেখানে আছেন আমিও কিন্তু একদিন

সেখানেই ছিলাম অর্থাৎ আমি কিন্তু শূন্য থেকে শুরু করেছি সেহেতু আপনিও চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন | সফলতা মানে কিন্তু জীবনে চাকরি পাওয়া এটা নয় ,সফলতা বিভিন্ন দিক থেকে আসতে পারে। আর পাঁচজনের মতো প্রথম কয়েকটা বছর আমিও কিন্তু খুব বেশি সাবস্ক্রাইবার পাইনি তারপরে একটা সময় আসে যখন পুরো ঝড় বয়ে যায় অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবারের বন্যা বলতে পারো আমি এক মাসের মধ্যে 50 হাজার থেকে এক লাখ সাবস্ক্রাইবার পৌঁছেছিলাম অর্থাৎ মানুষ যদি আপনাকে ভালবাসতে আরম্ভ ক রে আপনাকে আটকে রাখার ক্ষমতা কারো নেই / সেতু আমার যে সমস্ত বন্ধুদের মনের সুপ্ত ইচ্ছাটা এখনো বেঁচে আছে তারা আর দেরি না করে আজই শুরু করে ফেলো এবং তুমিও তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাও হয়তো একটু দেরি হতে পারে কিন্তু একটা কথা বলছি সবুর কা ফল মিঠা হোতা হে । এরপরে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হল ইনকাম কত হতে পারে আপনি যদি নিজের ভালোবাসা এবং ধৈর্য দিয়ে একটা চ্যানেল বানান তাহলে আপনি মাসে সর্বোচ্চ 1 কোটি টাকারও বেশি ইনকাম করতে পারবে এবং সর্বনিম্ন কম করে হলো মাসে অন্তত 4 -5 হাজার টাকা আরামসে বেরিয়ে চলে আসবে। যদি টাকার স্বপ্ন দেখে আসেন তাহলে বলব কিন্তু আসবেন না আপনার নিজের শখ আপনার নিজের ভালোবাসা আপনার নিজের ছোট্ট ছোট্ট করে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা গুলো না বলা কথাগুলো যদি বলার জন্য একটা জায়গা করছে তাহলে সেই আদর্শ জায়গাটা কিন্তু ইউটিউব হতে পারে /আমি এতক্ষণ ধরে ইউটিউব ইউটিউব বলেই চলেছি কারণ আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আপনাকে ইউটিউবে আনা না আমার উদ্দেশ্য হলো পড়াশোনা ছাড়া অনেক কাজ থাকে যা আপনাকে সফলতা এনে দিতে পারে । চেষ্টা করুন লেগে থাকুন জীবনের সফলতা আসতে বাধ্য। তবে আমার যদি কোন ছোট্ট বন্ধু যারা এই ক্লাস এইট কিংবা নাইন কিংবা মাধ্যমিক দেবে তারা এই লেখাটা পড়ছো তাদেরকে কিন্তু একটা কথা বলে দেব তোমরা কিন্তু এই মার্কেটে আসার অনেক সময় পাবে এখন একটু পড়াশোনা

করে নাও এখন একটু নলেজ গে ন করে নাও অর্থাৎ তোমার যদি সঠিক শিক্ষা না থাকে সঠিক জ্ঞান না থাকে তাহলে তুমি কোন জিনিসই ঠিকঠাক করে শিখতে পারবে না তো অনেক বন্ধু আছে যারা ভাবের চ্যানেল খুলবো যারা ছোট বাচ্চারা স্কুলে পড়ে তাদেরকে বলবো আগে পড়াশোনা ঠিকঠাক করে করে নাও তারপর তাহলে অবশ্যই আসতে পারো। তুমি যাই করো না কেন জীবনে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অর্থাৎ কোন বিষয়ের সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা অবশ্যই দরকার তাই প্রতিটা ছেলে-মেয়ে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা কে বৃদ্ধি করা অবশ্যই উচিত আগে শিক্ষাগত যোগ্যতা গুলো বৃদ্ধি করো তারপরে তুমি অন্যান্য মার্কেটে এস এবং তাতে তোমার সফলতা আরো তাড়াতাড়ি আসবে / যাইহোক অনেক কথাই বলে দিলাম আজকের মতো এখানে পর্যন্ত এবং আমি কোন পেশাদার লেখক না তাই সেহেতু যদি আমার কোন ভুল হয়ে থাকে আমাকে নিরব ভাই কিংবা দাদা বা নিজের ছেলের মতো ভেবে ক্ষমা করে দেবেন আর এই লেখাটা উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে সফলতা বিভিন্ন দিক থেকে আসতে পারে সেটা আপনার ইচ্ছা আপনার স্বপ্ন গুলোকে আপনি যদি পূরণ করতে চান তাহলে সফলতা আপনাকে থেকে একদিন ধরা দেবেই আবার কোনদিন দেখা হবে আবার কোনদিন কথা হবে গল্প হবে আজকের মত টাটা বাই বাই।

.....সমাপ্ত.....

আগে ঘড়ি, ক্যালকুলেটর,রেডিও সব কিছু আলাদা আলাদা যন্ত্রে ছিল। কিন্তু এখন সব আমাদের হাতের স্মার্ট ফোনেই। সময় যত এগিয়েছে মানুষ তার কাজ কে সহজ এবং সরল করার জন্য নানা রকমের যন্ত্র এবং উপকরণের খোঁজ করেই চলেছে। তবে এই এগিয়ে চলার পথে কি সময় এর একার অবদান? অবদান হাজার হাজার মানুষ ,তাদের শিক্ষা,শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলির। তাই আজ এই উন্নতির অবদান যাদের তাদের ফিরে পাওয়ার সময় হয়তো চলে এসেছে।

যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর হাজারো হিসেব-নিকেশ,রেকর্ডবুক,ডাটা এন্ট্রি, সব কিছু এখন একটি app বহন করে নিয়ে এসেছে। আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে

যেই অসুবিধা টি সব থেই বেশি হয়, সেটা হলো ডাটা রেকর্ড করা এবং সেই ডাটা কে সঠিক সময় এ ভুল ত্রুটি ছাড়া কম জটিলতার সাথে সেটি কে মাস শেষে প্রকাশ করা। সেটা প্রতিষ্ঠান এর ট্রাস্টি থেকে শুরু করে, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ছাত্র প্রত্যেক এর জন্যই খুব অসুবিধে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় হিসেব নিকেশ ভুল হওয়ার প্রবণতা থাকে,বা কারোর রেকর্ড এ ত্রুটি হওয়ার একটা ভয় থাকে। এবং এক্ষেত্রে সবাই হয়তো সেই ডাটা একই ফোরামে উপলব্ধ করতে পারে না। mystudyapp এমনি একটি এপ্লিকেশন যেখানে যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেকোনো খাতায় কলমে করা কাজ বা একাধিক সফটওয়ার এ করা কাজ, এই 7mb এর app টির দ্বারাই হয়ে যায়। এছাড়া এটি 2g স্পিড এও যথেষ্ট কার্যকরী। এক্ষেত্রে একটি app এই সব ডাটা ছাত্র থেকে শুরু করে, শিক্ষক এমন কি অভিভাবক ও দেখতে পারে। ছাত্রের রেজাল্ট, লাইব্রেরি থেকে ইস্যু বই, ভর্তির fees এর রেকর্ড। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ যেমন কম ,তেমন এ ঝঞ্ঝাট মুক্ত কাজ ও সময় সাপেক্ষ। এই app থেকে ছাত্রের নিজস্ব id কার্ড ও জেনারেট করা যাবে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, স্টাফ প্রত্যেকের নিজস্ব user id ও পাসওয়ার্ড থাকবে যেটা দিয়ে তারা আমাদের app এ লগইন করে যাবতীয় তথ্য access করতে পারবে। তার পারফরমেন্স রিপোর্ট থেকে শুরু করে তার এডমিশন fees এগুলো এই ছোট app টি তেই রেকর্ড থাকবে। ফলে সময় বাঁচার সাথে সাথে শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠান এর

মানও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলা থেকে শুরু করে বড় শহর সবার কাছে সোনায় মোড়া এই এপ্লিকেশন টি যেন সময়ের চাকা কে আরো গতি দিতে পারে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী,অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা, এবং প্রত্যেক ব্যবহারকারী কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন থেকে mystudyapp.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উপলব্ধ করতে পারবে। আধুনিক শিক্ষার মান এবং শিক্ষার প্যাটার্ন কে সামনে রেখে এই অকল্পনীয় এপ্লিকেশন টি ব্যবহার করা যেমন সহজ, তেমন ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী-লাইব্রেরিয়ান-গার্জেন-প্রিন্সিপাল প্রত্যেকেই নিজের আই-ডি বানিয়ে নিজের নাম এর তথা ছাত্রের নাম এর ডাটার রেকর্ড রাখতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, mystudyapp জাতীয় স্তর এ CHUNAUTI (Challenge Hunt under NGIS for Advanced Uninhibited Technology Intervention) নামক একটি প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে স্থান অর্জন করেছে। অর্থাৎ এটি যে আগামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী উপকরণ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। Mystudyapp শুধু একটি software না, এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর মান কে সময়ের নিরিখে সর্বভারতীয় তথা সর্ববিশ্ব স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রয়াস।

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি এই উন্নত চিন্তাধারা কে নিজের প্রতিষ্ঠান এর অঙ্গ করে নিতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে নীচে দেওয়া ওয়েবসাইটে ভিসিট করতে পারেন নতুবা নিচের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

ওয়েবসাইট: www.mystudyapp.in

ফোন নং: 9635495375

9134528320

ইমেল: info@mystudyapp.in

অ্যাপ ডাউনলোড লিঙ্ক: www.mystudyapp.in/app

আলোকচিত্র

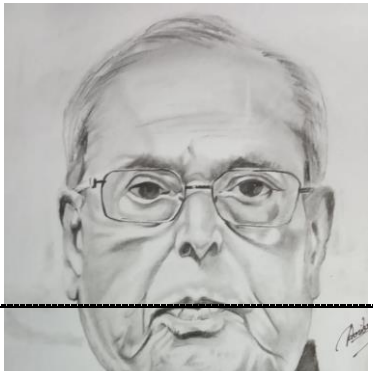

Arijit Goswami

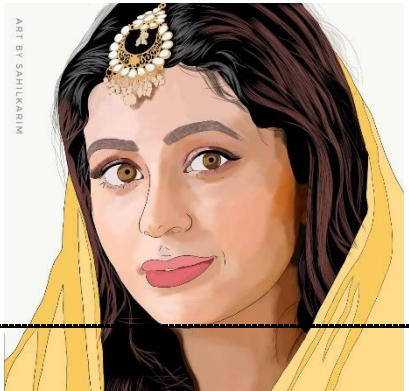

ART BY SAHILKARIM

.....সমাপ্ত.....